

এই ধীরস্থির বা তারতীলের সাথে তিলাওয়াত কেমন হবে তা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়ে গেছেন, শিখিয়ে গেছেন। হ্যরত উম্মে সালামাহ রায়ি.-কে রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াস-লামের নামায ও তিলাওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তাঁর তিলাওয়াত ছিল-তাঁর তিলাওয়াত ছিল -**قَرَأَهُ مُفْسِرًا حَرْفًا حَرْفًا**- প্রতিটি হরফ পৃথক পৃথকভাবে উচ্চারিত। (জামে তিরমিয়ী, হাদিস ২৯২৩)

অর্থাৎ কোনো জড়তা, অস্পষ্টতা ও তাড়াভড়া ছিল না। হ্যরত আনাস রায়ি.- কে নবীজীর তিলাওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তাঁর তিলাওয়াত ছিল (মদের স্থানে) টেনে পড়া। এর পর তিনি **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** এ সব জয়গার মদগুলো টেনে উচ্চারণ করে দেখান। (সহীহ বুখারী, হাদিস ৫০৪৬)

কোরআনের প্রচারের কঠিন নির্দেশনা কোরআনের শিক্ষাকে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলকে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়ে সুরা মায়েদার ৬৭নং আয়াতে বলেন- **يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلْعُ مَا أُنْزِلْتَ** -**إِنَّكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعُلْ فَمَا بَلَّغَتِ رِسَالَتُهُ** - হে রাসূল! আপনার প্রভুর পক্ষ হতে আপনার নিকট যা নাফিল করা হয়েছে, তা (মানুষের কাছে) পৌঁছে দিন এবং যদি আপনি না করেন তবে আপনি তাঁর রিসালাত পৌঁছেলেন না। এ নির্দেশের আলোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম কোরআনের প্রচার-প্রসারে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন। উম্মতকেও এ দায়িত্ব পালনের জন্য জোর তাকীদ দিয়ে তিনি বলেন- **بَلْغُوا عَنِّي وَلُوْءِيَّةً** - তোমরা আমার পক্ষ হতে পৌঁছে দাও, যদি একটি বাক্যও হয় (তবুও) (বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)।

কোরআনের শিক্ষা থেকে গাফেল অতি নিকৃষ্ট ব্যক্তি মহান রবের কালাম কোরআনের মত এত বড় নেয়ামত পাওয়ার পরও যে ব্যক্তি তার থেকে শিক্ষা অর্জন না করে গাফেল থাকে কোরআনের ভাষায়তাদেরকে চতুর্পদ জন্ম বা তার চেয়েও নিকৃষ্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা সুরা আরাফের ১৭৯ নং আয়াতে বলেন-

وَلَقَدْ دَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كُثِيرًا مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسَنِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِمُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَصِّرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْتَعْنُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

আর আমি সৃষ্টি করেছি দোষখের জন্য বহু জিন ও মানুষ। তাদের অস্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চেখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুর্পদ জন্মের মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ।

কিয়ামাতের ময়দান কোরআন বিমুখ ব্যক্তি অন্ধ অবস্থায় উথিত হবে যে ব্যক্তি কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, হিফজ করার পর গাফলতির কারণে ভুলে যায় কোরআনের আদেশ নিষেদের ধার ধারে না, দুনিয়াতে সে চক্ষুস্থান হলেও কেয়ামতের ময়দানে তাকে অন্ধ অবস্থায় উথিত করা হবে। এ ব্যপারে আল্লাহ তায়ালা সুরা তৃ-হার ১২৪-১২৬নং আয়াতে বলেন- **وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً** - এবং যে আমার স্মরণ (কোরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ কাল রঢ়ি লে হৃষে তন্মুক্তি অস্তি ও কৃত কৃত বিচ্ছিন্ন। এবং যে আমার ত্বরণ (কোরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উথিত করব।

সে বলবেং হে আমার পালনকর্তা আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উথিত করলেন? আমি তো চক্ষুমান ছিলাম। আল্লাহ বলবেং এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তার মহান কালাম কোরআনুল কারীম তারতীলের সাথে তিলাওয়াত করার সাথে সাথে তদ-অনুযায়ী আমল করে, বুকে কোরআন ধারণ করে মৃত্যু বরণ করার এবং কিয়ামতের ময়দানে কোরআনের সুপারিশে জান্মাতে যাওয়ার তৌফিক দান করুণ। (আমিন)

দরজ নাম্বার-২

হরফ পরিচিতি (পার্ট-১)

কোন ভাষা লিখে একাশ করতে গেলে কিছু সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়।

প্রত্যেক ভাষায় সেই সাংকেতিক চিহ্ন গুলোর আলাদা আলাদা নাম রয়েছে।

বাংলা বর্ণ, ইংরেজিতে, লেটার এবং আরবীতে বলা হয় হরফ।

আরবী হরফ ২৯টি।

আরবী ২৯টি হরফকে তিন ভাবে পড়া যায়। টান ছাড়া, কম টান, বেশি টান।

(যে হরফ বানান করতে ১টি অক্ষর লাগে তা কম টান, অক্ষর বেশী লাগলে বেশী টান)

● হরফ উচ্চারণের মূল স্থান ৫টি A detailed anatomical illustration of the human head and neck in profile, focusing on the oral and nasal cavities. Labels in Bengali point to specific parts: 'নাক' (nose) at the top, 'মুখের তালু' (lips/mouth) at the bottom, 'কর্ণনালী' (throat) on the right side, 'জিহা' (chin) at the chin, and 'দুই ঠোঁট' (lips) pointing to the lips. আরবী বর্ণমালার প্রথম টি। | (আলিফ) আলিফ উচ্চারণে ৪ কাজ সামনের উপরের দাঁত, নিচের ঠোঁটের পেট, বাতাস চালু, মুখে হাসি ভাব। উচ্চারণ: | আলিফ উচ্চারণ A cross-sectional diagram of the human head and neck. It highlights the nasal cavity (nose) and the oral cavity (mouth). A red curved arrow originates from the nasal cavity and points downwards towards the oral cavity, illustrating the direction of air flow during the pronunciation of the letter 'Alif'. | | | | | | |----|---|----|---|----| | ঁ | — | ঁ | — | ঁ | | উ | — | ই | — | আ | | ঁ | — | ঁ | — | ঁ | | উন | — | ইন | — | আন | এবার আমরা আলিফের ম্যাজিক দেখবো- ৪ টি আলিফ লিখবো: | | | | প্রথম আলিফটি খালি থাকবে পরবর্তী তিনটি আলিফের নিচের অংশ একটি আরেকটির সাথে যুক্ত করে ৪র্থ আলিফের পেছন অংশ গোল করে দেব। পৃষ্ঠা- ১০

ଆଲହାମଦୁଲିଲ୍ଲାହ ବିଶ୍ୱଜଗତେର ପ୍ରତିପାଳକ ମହାନ ଆଲ୍ଲାହ ତାୟାର ନାମ ଲିଖା ହେଁ ଗେଛେ ।

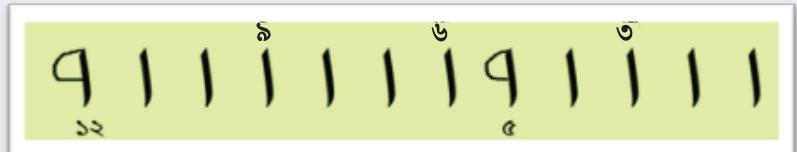
ଯେମନ- ୩୩ ।

ଆଲ୍ଲାହ ଏମନ ସତ୍ତା ଯାକେ ଦେଖା ଯାଇନା (ଦୁନିଆତେ) ବୁଝା ଯାଇ, ଜାନା ଯାଇ, ମାନା ଛାଡ଼ା ଉପାଯ ନେଇ ।
ଏଥନ ଆମରା ଆରେକଟି ମ୍ୟାଜିକ ଶେଖବୋ । ଏ ମ୍ୟାଜିକଟି ଶେଖାର ଜନ୍ୟ ଛନ୍ଦାକାରେ ଏକଟି
ନିୟମ ମୁଖସ୍ତ କରବୋ- ୩, ୬, ୯ ନା ମିଲାଇୟା, ୫, ୧୨ ଗୋଲ କରିଯା, ବାକିଗୁଲୋ ମିଲାଇୟା ।
* ଛନ୍ଦଟି ମୁଖସ୍ତ କରାର ପର ୧୨ଟି ଆଲିଫ ଲିଖେ ତାତେ ନିୟମଟି ପ୍ରୟୋଗ କରବୋ:
ଆଲହାମଦୁଲିଲ୍ଲାହ ୧୨ଟି ଆଲିଫେର ମାଧ୍ୟମେ ଆମରା କାଲିମାଯେ ତାଯିବାହ ଲିଖେ ଫେଲେଛି ।

୧୨ଟି ଆଲିଫ



୫, ୧୨ ଗୋଲ କରିଯା



ବାକିଗୁଲୋ ମିଲାଇୟା



ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ କାଲିମାଯେ ତାଯିବାହ ଏର ଅର୍ଥ:

ଆଲ୍ଲାହ ଛାଡ଼ା ମାବୁଦ ନେଇତୋ କେହ ଆର, ମୁହାମ୍ମାଦ ମୁସ୍ତଫା ରାସୂଲ ତାହାର ।

ମାଖରାଜ

ବ୍ୟାକ୍ ଦୁଇ ଠୋଟେର ଭେଜା ଜାଯଗା ହିତେ (ବାଂଲାଯ “ବା” ଏର ମତ) ।

ଉଚ୍ଚାରଣ

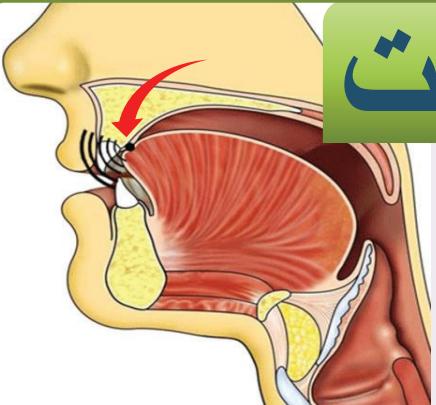
	ب
	ବୁ - ବି - ବା
	ବୁନ - ବିନ - ବାନ

‘ବା’ ହରଫେର ନୀଚେ ଯେ ଫୋଟା ଚିହ୍ନ ଦେଖା ଯାଚେ ଏଟାକେ ବଲେ ”ନୂକୁତ୍ତ ” ।

মাখরাজ

ତ୍ ଜିହ୍ଵାର ଆଗା, ସାମନେର ଦୁଇ ଦାଁତେର ଗୋଡ଼ାର ସଙ୍ଗେ ଲାଗାଇଯା ।

(ବାଂଲାଯ- “ତା” ଏର ମତ) । **ଉଚ୍ଚାରଣ**



ତ

ତ୍ - ତ୍ - ତ୍

ତୁ - ତି - ତା

ତ୍ତ୍ - ତ୍ତ୍ - ତ୍ତ୍

ତୁନ - ତିନ - ତାନ

ଅନୁଶୀଳନ- **ତ ବ ପ ତ ବ ପ**

ଦରମ ନାନ୍ଦାର-୩

ହରଫ ପରିଚିତି (ପାର୍ଟ- ୨)

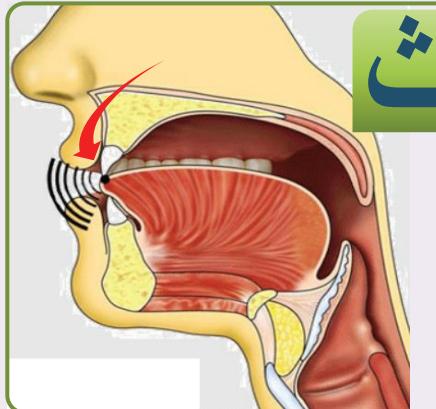
ଗତ ଦରମେ ଆସରା ୨୯ଟି ହରଫେର ମରୋ ୩ୟଟି ହରଫ ଶିଖେଛି ।

ଆଜ ଆରୋ ୪ୟଟି ହରଫ ଶିଖବୋ ଇନ୍ଶାଆନ୍ତାହ ।

ମାଖରାଜ

ତ୍ ଜିହ୍ଵାର ଆଗା, ଦାଁତେର ଆଗା, ନରମ ଆଓୟାଜ, କମ ଟାନ- “ଛା” ।

ଉଚ୍ଚାରଣ



ତ

ତ୍ - ତ୍ - ତ୍

ତୁ - ତି - ତା

ତ୍ତ୍ - ତ୍ତ୍ - ତ୍ତ୍

ତୁନ - ତିନ - ତାନ

মাখরাজ

জ (জিহ্বার মধ্যখান তার বরাবর উপরে তালুর সংস্কে লাগাইয়া)- শক্ত এবং মজবুত আওয়াজে-জীম।

আমারা জেনেছি যে আরবী ২৯টি হরফকে ৩ ভাবে পড়া যায়: টান ছাড়া, কম টান, বেশী টান। যে হরফ বানান করতে ১টি অক্ষর লাগে তা কম টান, অক্ষর বেশী লাগলে বেশী টান দিয়ে পড়তে হয়। যেমন- ব (বা) ১টি অক্ষর কম টান। জ (জীম) বেশী অক্ষর তাই বেশী টান।

উচ্চারণ

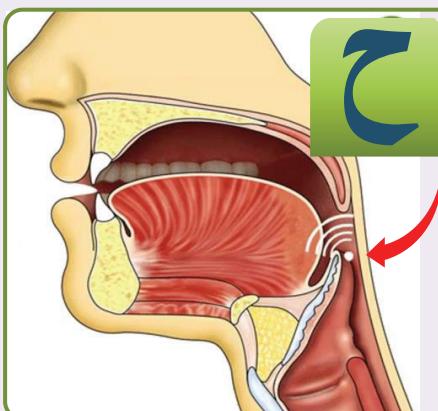


ج - ج - ج
জু - জি - জা
ج - ج - ج
জুন - জিন - জান

মাখরাজ

হ কঠনালীর মধ্যখান হইতে আওয়াজকে চাপাইয়া - “হা”

উচ্চারণ

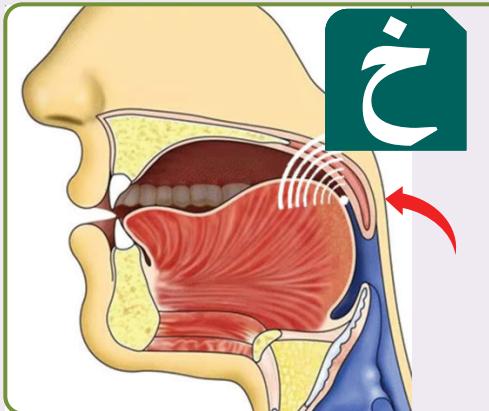


হ - হ - হ
হু - হি - হা
হ - হ - হ
হুন - হিন - হান

মাখরাজ

খ কঠনালীর শেষভাগ হইতে আওয়াজকে পেঁচাইয়া - “খ” ।

উচ্চারণ



খ - খ - খ
খ - খি - খ
খন - খিন - খন

। থেকে খ পর্যন্ত হরফগুলোর প্রত্যেকটিকে
বা, বি, বু, বান, বিন, বুন। তা, তি, তু, তান, তিন, তুন এভাবে পড়বো।

অনুশীলন

ا ب ت ث ح ځ	خ
ث	ځ ح ت ب ا
ا	ب ح ا ب ت ح ت
ب	ج ا ح ت ب خ
ا	ب ح ا ب ت ح ت

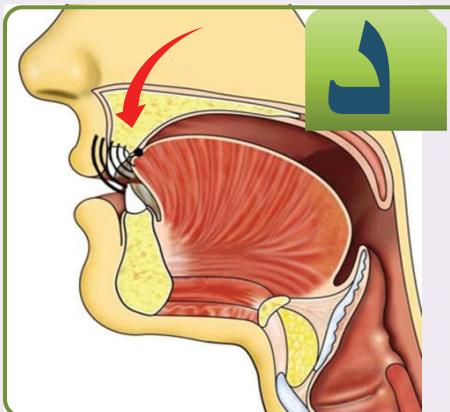
ନରମ ନାୟାର-୪

ହରଫ ପରିଚିତି (ପାର୍ଟ- ୩)

ମାଖରାଜ

ଦ (ଦାଳ) ଜିହ୍ଵାର ଆଗା, ସାମନେର ଉପରେ ଦୁଇ ଦାଁତେର ଗୋଡ଼ାର ସଙ୍ଗେ ଲାଗାଇଯା ।

ଉଚ୍ଚାରଣ



ଦ - ଦ - ଦ
ଦୁ - ଦି - ଦା
ଦୁନ - ଦିନ - ଦାନ

ମାଖରାଜ

ଝ (ଯାଳ) ଜିହ୍ଵାର ଆଗା, ଦାଁତେର ଆଗା, ନରମ ଆୟାଜ, ବେଶି ଟାନ ।

ଉଚ୍ଚାରଣ

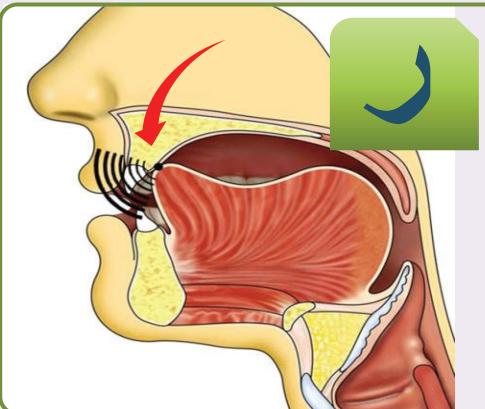


ଝ - ଝ - ଝ
ଯୁ - ଯି - ଯା
ଯୁନ - ଯିନ - ଯାନ

মাখরাজ

জ (র) জিহ্বার আগার পিঠ তার বরাবর উপরে তালুর সংগে লাগাইয়া।

উচ্চারণ



জ - জ - জ
কু - কি - কা

জ - জ - জ
কুন - কিন - কান

১১

”
র হরফের
দুই অবস্থা
মোটা ও পাতলা



র হরফে ঘরব হলে মোটা।



র হরফে পেশ হলে মোটা।

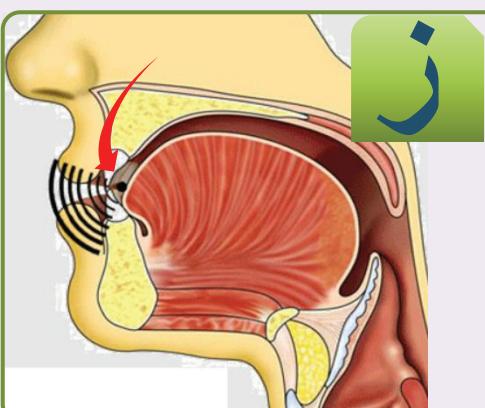


র হরফে ঘের হলে পাতলা।

মাখরাজ

জ (ঝা) পাখির মত ঝি ঝি আওয়াজে। (জিহ্বার আগা, সামনের নীচের দুই দাঁতের পেট ও আগার সাথে লাগাইয়া)।

উচ্চারণ



জ - জ - জ
কু - কি - কা

জ - জ - জ
কুন - কিন - কান